গাংনী-ধানখোলা সড়কে ককটেল ফাটিয়ে আবারও গণডাকাতি

এক মাসের ব্যবধানে গাংনী থানা থেকে মাত্র তিনশ গজ দূরে তিনটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে আবারও গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য মালামাল লুট করেছে ডাকাতদল।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত আনুমানিক পৌনে নয়টার দিকে গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারির কাছে হারেজ মোড়ে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় ডাকাতদের কাছে হাতবোমা ও দেশীয় তৈরি ধারালো অস্ত্র ছিল বলে জানান ভুক্তভোগীরা।

প্রায় ২০ জন পথচারীর কাছ থেকে আনুমানিক ৮০ হাজার টাকা লুট করেছে ডাকাতদল।

ভুক্তভোগী ইয়াসির আরাফাত আলীর কাছ থেকে ৭ হাজার টাকা, আব্দুল হালিমের কাছ থেকে ৬০০ টাকা, শাহজামাল আলীর কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা, রেজিয়া খাতুনের কাছ থেকে ৭০০ টাকা, মিন্টু হোসেনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা, মহব্বত আলীর কাছ থেকে ২২শ টাকা, মিন্টু আলীর কাছ থেকে পৌনে ১০ হাজার টাকা, কুরসিয়া খাতুনের কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্যদের কাছ থেকেও অর্থ ও সামগ্রী লুট করা হয়েছে।

ভুক্তভোগীদের বাড়ি গাংনী উপজেলার ধানখোলা, মহিষাখোলা ও আড়পাড়া এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীরা জানান, ৭-৮ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ রাস্তা অবরোধ করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা পথচলতি অন্তত ২০-২৫ জনের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। ডাকাতরা প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুত সটকে পড়ে।

ঘটনার খবর পেয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান, “এটি একটি পূর্বপরিকল্পিত ডাকাতি। আমরা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছি এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।”

এদিকে, এমন ঘটনায় পুরো এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। রাতের বেলা চলাচলকারী সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দ্রুত পুলিশি টহল জোরদার ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসী জোর দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কয়েক মাস পূর্বেও একই স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এরপর পুড়াপাড়া-জুগিন্দা রাস্তাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটে।

এভাবে একের পর এক ডাকাতির ঘটনায় জনমনে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, গাংনী থানা পুলিশের ডিএসবি (বিশেষ শাখা) শাখার অধিকাংশ সহকারী উপপরিদর্শক ও কনস্টেবলরা তাদের মূল দায়িত্ব ফেলে পলাতক আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে দেন-দরবার ও আওয়ামী লীগের দোসরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে সময় কাটান। দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে দায়িত্ব পালন করছেন ডিএসবি শাখায় কর্মরত এই কর্মকর্তা ও কনস্টেবলরা।

বিষয়টি মেহেরপুরের পুলিশ সুপার ও জেলা বিশেষ শাখায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এলাকাবাসী।

গাংনীতে মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে একটি মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে নগদ টাকা ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কাজীপুর গোলাম বাজারের সোহেল রানার মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের এ ঘটনা ঘটে।

সোহেল রানা জানান, মিষ্টির দোকানে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারটি পুরানো হয়ে যাওয়ায় এই

বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। বিস্ফোরণের পর আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো দোকানটি পুড়ে গেছে। দোকানে থাকা নগদ টাকা ও খাদ্যসামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এদিকে টাকা পয়সাসহ দোকানের অন্যান্য মালামাল পুড়ে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে দোকান মালিক সোহেল রানাা।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস পালন

মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন সিনিয়র শিক্ষক সাইফুর রহমান মিলন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল এবং কলেজের উপাধ্যক্ষ রাজু আহমেদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কলেজের শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নুরুন্নাহার খাতুন এবং শিক্ষার্থী এশা মনি।

অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত শিক্ষার্থীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন শিক্ষক খলিলুর রহমান।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে

ওঠে দেশের কল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

গাংনীতে তিন প্রকল্পের সাড়ে ৫ কোটি টাকা নয়ছয়! (পর্ব-১)

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলাতে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে টিআর, কাবিখা-কাবিটা প্রকল্পের প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা হরিলুটের অভিযোগ উঠেছে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনসুর রহমানের বিরুদ্ধে।

কাবিটা-কাবিখা প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এবং ৩য় কিস্তির কাজ চলতি বছরের ১৫ মে’র মধ্যে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু গেল অর্থবছরে কোন কাজ না করে ১ম ও ২য় কিস্তির পুরোটাকা উত্তোলন করেছেন। তবে ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করার চেষ্টা করলেও ইউএনও’র হস্তক্ষেপে ৬৭টি প্রকল্পের টাকা পিআইসি সভাপতিদের নামে পে অর্ডার করে রেখেছেন। অভিযোগ রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ টাকা কেটে নিয়ে পিআইসির কাজ করতে দিয়েছেন। এছাড়া অফিসের দুই স্টাফকেও পিআইসির সভাপতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

প্রকল্পের টাকা নয়ছয়ের খবর মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে আসলে, ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ প্রকল্প নিয়ে প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শন ও অনুসন্ধান শুরু করে। অনুসন্ধানের ১ম পর্বে শুধুমাত্র ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কের ৬টি প্রকল্পে সাড়ে ২৮ লাখ টাকা বরাদ্দের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি প্রকল্পগুলোর নিয়ে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে কাবিটাতে ৭৮টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ৪০ লাখ ৫৩৭২ টাকা, টিআরের ১২৫টি প্রকল্পের অনুকুলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৬৭২৪ টাকা এবং কাবিখার ৪৭টি প্রকল্পের অনুকুলে ১৩৬ মেট্রিক টন চাল এবং ১৩৬ মেট্রিক টন গম, যার বাজার মূল্য প্রায় ৯০ লাখ টাকা।

সবমিলিয়ে গাংনী উপজেলায় তিন প্রকল্পে বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা।

বরাদ্দের মধ্যে গাংনী ডিসি ইকো পার্কে ১ম ও ২য় কিস্তির বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে ডিসি ইকোপার্কের শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ ৭ লাখ টাকা, ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা, ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, পার্কের অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ৩য় পর্যায় প্রকল্পের টিআর প্রকল্পের ডিসি ইকোপার্ক ওয়াল প্লাস্টার ও পয়েন্টিং করণ বাবদ ৩লাখ ৯৮ হাজার ২৭৮ টাকা। গত রবিবার ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্ক সরেজমিন পরিদশনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াল প্লাস্টারের কাজ চলমান রয়েছে।

ওয়াল প্লাস্টারের দায়িত্বরত রাজমিস্ত্রি সরদার হিরক আলী বলেন, সাড়ে ৩শ ফুট লম্বা, ৭ফুট উচু ওয়ালের দুই পাশ প্লাস্টার করতে মিস্ত্রি খরচ, বালি ও সিমেন্ট মিলিয়ে পৌনে ২ লাখ টাকা খরচ হবে।

ডিসি ইকোপার্কের প্রধান গেট নির্মাণ ও গেটের পাশে মাটি ভরাট বাবদ বরাদ্দ ৭ লাখ টাকা থাকলেও শুধুমাত্র এসএস পাইপের গেট সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। কোন মাটি ভরাটের চিহৃ পাওয়া যায়নি। এসএসপাইপের যে গেটটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৪৫ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানান।

এ প্রকল্পের পিআইসি সভাপতি স্থানীয় ইউপি সদস্য জরিমন নেছা বলেন, গেটের কাজ করা হয়েছে। মিথ্যা কথা বলবো না একবার টাকা তুলে ৫ হাজার দিয়েছে, আর কিছু দিবে কিনা জানিনা।

পাকের্র অস্থায়ী দোকান সেড নির্মাণ বাবদ সাড়ে ৩লাখ টাকা বরাদ্দ থাকলে কোন দোকান নির্মাণ করা হয়নি।

ডিসি ইকোপার্কের ভিতরে শিশু পার্কের রাইড স্থাপন, ফেন্সিকরণ ও রংকরণ বাবদ ২লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া থাকলেও।

রবিবার পর্যন্ত কোন রাইড স্থাপন করা হয়নি। পুরাতন রাইডগুলোও ফেন্সিকরণ কিংবা রংকরণ কোনটাই করা হয়নি।

ওয়াশরুম সংস্কার ও পিকনিক সেড মেরামত বাবদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ওয়াশরুমের বাইরের অংশ নতুন করে রং করা হয়েছে তবে ভিতরে কোন সংস্কার করা হয়নি, এবং পিকনিক সেড নির্মাণ করা হয়নি।

শিশু পার্ক হতে বধ্যভ’মি পর্যন্ত ও কাজলা নদীর পাড় হতে আশ্রয়ণ মুখি রাস্তা এইচবিবিকরণ এবং দোকানের সামনে মাটি ভরাট বাবদ ৮লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বধ্যভুমি থেকে কাজলা নদী পর্যন্ত এইচবিবি করণ করা হয়েছে। বাইরে থেকে মাটি এনে ভরাটের পরিবর্তে পার্কের উচু স্থানের মাটি কেটে দোকানের সামনে মাটি ভরাটের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা ময়না খাতুন বলেন, স্মৃতিসৌধ (বধ্যভ’মি) থেকে ঘাট পর্যন্ত ইটের হিয়ারিং রাস্তা করা হয়েছে ১০ দিন হলো। বিভিন্ন যায়গার উচু মাটি কেটে সমান করছে। বাথরুম (ওয়াশরুম) দুদিন ধরে রং করতে দেখলাম।

ডিসি ইকোপার্কের কেয়ারটেকার সোলাইমান বলেন, আমি সাড়ে ৯ বছর ধরে এই পার্কের দেখাশুনা করছি। ইউএনও স্যার বলেছেন সবকিছু দেখেশুনে রাখতে। প্রধান গেট নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন, গেটের কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়নি। গেট আগে থেকে আছে। গত বছর ৫ তারিখের পর ছাত্ররা গেটটা ভেঙে দিয়েছিলো। তাই শুধুমাত্র স্টিলের গ্রিল দিয়ে নতুন গেট লাগানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, শুনছি অনেক কাজ হবে না হলে তো বলতে পারবো না।

তবে, এ বিষয়ে সরাসরি তাঁর কার্যালয়ে কথা হয় গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মনসুর রহমানের সাথে। কাজ হয়নি স্বীকার করে তিনি বলেন, ‘৩০ জুনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ করতে পারবো।’

কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘জুনের মধ্যে টাকা তোলার নিয়ম আছে তাই ২৬ জুন টাকা উত্তোলন করেছি। ৩য় কিস্তির ৬৭টি প্রকল্পের বিলের চেকও দেখান তিনি। তবে ১ম ও ২য় কিস্তির বিল উত্তোলনের কথা বলতে তিনি পিআইসির মাধ্যমে বিল উত্তোলন করা হয়েছে। ’

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘আমি মে মাসে জয়েন করেছি। তার আগে এ প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অর্থ নয়ছয় হচ্ছে এমন

কিছু অভিযোগ পেয়ে আমি পিআইওকে বলেছি পুরো কাজ বুঝে নেওয়া হবে। ৩য় কিস্তির টাকা উত্তোলন করে পে-অডার করে রাখার নির্দেশে আমি দিয়েছি এবং পিআইসি সভাপতিদের বলেছি সরকারি টাকা তছরুপাত করা যাবে না। তবে, প্রকল্পের কাজ স্টিমেট অনুযায়ী বুঝে নেওয়া হবে। বুঝে না পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ’

(এ বরাদ্দের বাকি প্রকল্পগুলোর অনুসন্ধান চলছে। যেগুলো পরবর্তিতে পর্ব আকারে প্রকাশ করা হবে…)

গাংনীর কাথুলি ইউনিয়ন যুবলীগের নেতা সোহেল রানা আটক

গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের যুবলীগ নেতা সোহেল রানাকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল রবিবার বিকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেন।

সোহেল রানা খাঁসমহল গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও ইউপি সদস্য ইকরাম হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সোহেল রানাকে আটক করে থানায় নেয়া হয়েছে। তবে নে যুবলীগের কোন পদের নেতা জানা যায়নি। তার পুরো তথ্য সংগ্রহ চলছে।

তবে, একটি অসমর্থিত তথ্যে জানা গেছে, সোহেল রানা যুব লীগের কাথুলি ইউনিয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

স্বৈরাচর পতন দিবস উপলক্ষে গাংনীতে আয়োজন হবে বিরাট জনসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বৈরাচার পতন দিবস উপলক্ষে আগামী ৫ই আগস্ট গাংনীতে বিজয় র্যালী সফল করতে রবিবার বিকালে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলুর অফিস কক্ষে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে এই প্রস্তিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তুতিমূলক সভায় মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান। প্রস্তুতিমূলক সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাসাসের গাংনী পৌর কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী সালমান শেখ কালু, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর কৃষকদলের আহবায়ক আমিনুল ইসলামসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

৫ জুলাই পতিত স্বৈরাচার সরকারের পতন দিবস উপলক্ষে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজন করবে বিরাট র্যালি জনসভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এলক্ষে আজ থেকেই গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপি ও সকল সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানান আসাদুজ্জামান বাবলু ও মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান।

গাংনীর বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেনকে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাবেক সমাজসেবা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেনের জানাযা শেষে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকেলে বাঁশবাড়িয়া কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাঁকে গার্ড অফ অনার প্রদান শেষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বাঁশবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রাষ্ট্রের পক্ষে মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন। এসময় গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম গার্ড অফ অনার প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা ও গাংনী থানার ওসি তদন্ত আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থতাজনিত কারণে রোববার সকাল শোয়া নটার সময় নিজ বাড়ি বাঁশবাড়িয়াতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনতিনি। (ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে দুই মেয়ে ও এক ছেলেসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

এদিকে এই গুণী ব্যক্তির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ।

উল্লেখ্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ হোসেন গাংনী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর হাত দিয়ে তৈরী হয়েছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। অবসর জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন। কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে আইসিইউতে তিন সপ্তাহ চিকিৎসা শেষে গত বুধবার বাড়িতে আনা হয়। কয়েকদিন যাবৎ তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে বিনামূল্যে ফলজ বৃক্ষের চারা বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতর নিজস্ব অর্থায়নে বিনামূল্যে ফলজ গাছের চারা বিতরন করা হয়েছে। আজ রবিবার সকালে গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নে সাধারণ জনগণের মাঝে ২৫০ টি পেয়ারা গাছের চারা এবং ২৫০ টি কাঁঠাল গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এমন উদ্যোগ নেয়া হয়।

সংস্থার এক কর্মকর্তা জানান, সবুজ শ্যামল করার জন্য পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এই উদ্যোগ গ্ৰহণ করে। এই বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন সরবরাহ করে আমাদের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করবে এবং আমাদের দেশীয় ফলের চাহিদা মেটাবে।

উক্ত বৃক্ষের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাজিপুর ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটির সহ সভাপতিসহ সদস্যরা, সাহেব নগর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, পিএসকেএস এর পরিচালক কর্মসূচী মোঃ কামরুল আলম, উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ জামিদুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা কর্মসূচী সমন্বয়কারী মোঃ রাকিবুল ইসলাম,স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোছাঃ সাবিহা সুলতানা এবং কর্ম সংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচির শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ ওমর ফারুক এসময় উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে

কৃষক শওকত আলী নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শওকত আলী (৫৫) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
নিহত শওকত আলী ভাটপাড়া গ্রামের মৃত ফরাতুল্লাহ কাজীর ছেলে।

আজ রবিবার (৩ জুলাই) সকাল ১১ টার সময় নিজ জমির মটারের বিদ্যুৎ লাইনের সুইচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, বেলা ১১ টার দিকে কৃষক শওকত আলী নিজের জমির মটার চালু করতে সুইচ দিতে যান। এসময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাত ও বুকের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।

তবে, একটি সূত্র জানান, কৃষক শওকত আলীর মটারের বিদ্যুতের লাইনটি দীর্ঘদিন যাবৎ ফুটো হয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সেখানে স্কসটেপ দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সেটি সচল রাখতেন। আজকেও সেই ফুটো জায়গায় স্কচটেপ মোড়াতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুরের খলিসাকুন্ডি গ্রামের মোঃ আসাদুল ইসলামের ছেলে মোঃ কলিন্স (২৫), গাংনীর

কাজিপুর গ্রামের ফরাজীপাড়ার খোশবুল খানের ছেলে টুটুল হোসেন (২২), ভোলাডাঙ্গা গ্রামের আসিবুল ইসলামের স্ত্রী হামিদা খাতুন (৪৮)।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।